করোনা কেড়ে নিল আরও ২১ প্রাণ, আক্রান্ত ১১৬৬

করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই সময়ে ১ হাজার ১৬৬ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৩৬ হাজার ৭৫১ জন এবং মারা গেলেন ৫২২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৪৫ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৫৭৯ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ হাজার ৪১৬টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগেরসহ মোট ৫৪০৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

‘এর মধ্যে ১ হাজার ১৬৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ২১ জন। এর মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ৭ জন নারী।’

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪৩৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৭ হাজার ৩৩৪ জন।

ডা. নাসিমা আরও জানা, বয়স বিভাজনে ০-১০ বছরের মধ্যে একজন, ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৭১-৮০ বছরের একজন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৫ জন, চট্টগ্রামে ৪ জন, বরিশালে ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২০ জন ও বাসায় একজন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটিট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

করোনায় জৌলুস হারিয়েছে ভাটপাড়া ইকোপার্ক

মরণব্যাধি করোনাভাইরাস স্থবির করে দিয়েছে মানুষের জীবন চাঞ্চল্য। বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় আক্রান্ত দেশ সহ বাংলাদেশেও এর আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্তের খবর ছড়িয়ে পড়ায় সরকারিভাবে দেশের বিভিন্ন পার্ক গুলি দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে।

দোকানপাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এমন মুহূর্তে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নীলকুঠি জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক দর্শনার্থীদের জন্য নিষিদ্ধ করে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের নির্দেশক্রমে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদেরকে তাদের ব্যবসা না তার জন্য বলা হয়।

করোনা ভাইরাস এর শুরু থেকে এ পর্যন্ত দর্শনার্থীর মুখ দেখতে পাইনি ইকোপার্কের ব্যবসায়ীরা। গাছপালা আর বিনোদনের সরঞ্জামাদি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। শিশুদের জন্য বিনোদনের নির্মিতব্য রাইডার গুলি নষ্টের পথে। জং ধরে গেছে লোহালক্কর দিয়ে তৈরি খেলা সরঞ্জামাদি। মরিচা ধরে গেছে শিশু বিনোদনের একমাত্র ট্রেনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গাংনী সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ এই পার্কে ব্যবসার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক রাইট তৈরি করে।

নির্মাণ করা হয় আজব গুহা। আইসল্যান্ড সহ অনেক কিছুই। এসকল নির্মাণের পেছনে করা হয় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিগত অর্থ। পহেলা বৈশাখ ও

দুটি ঈদসহ বিশেষ বিশেষ দিনে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় জমে। বছরে ২-১ দিনের ব্যবসায়ী এখানকার ব্যবসায়ীরা টিকে থাকেন। কর্মচারীর বেতন ভাতা দিয়ে হয়তোবা অবশিষ্ট থাকে কিছু লভ্যাংশ।

এক্ষেত্রে সরকারকে দিতে হয় বাৎসরিক মোটা অংকের টাকা রাজস্ব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ইকোপার্কে দর্শনার্থী না আসতে দেওয়াই ব্যবসায়ীরা চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফুরিয়ে গেছে ইকোপার্কের প্রাণচাঞ্চল্য জৌলুস। ব্যবসায়ী ইয়ারুল ইসলাম জানান তার আজব গুহা সহ বিভিন্ন রাইট তৈরিতে খরচ হয়েছে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।উক্ত টাকা তিনি বিভিন্ন এনজিও সংস্থা তে ঋণ নিয়ে এবং স্থানীয় মানুষের সাথে ধারদেনা করে ইকোপার্কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘদিন যাবত দর্শনার্থী না থাকায় তিনি আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে উঠেছেন।

দর্শনার্থী না আসলে তিনি আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়বেন । পাওনাদারদের পাওনা টাকা পরিশোধ না করতে পারলে ভিটেমাটি ছাড়তে হতে পারে। আইসল্যান্ড মালিক জয়নাল আবেদীন জানান তিনি ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে ইকোপার্ক এর একপাশে আইসল্যান্ড নির্মাণ করেছেন। পহেলা বৈশাখসহ দুটি ঈদে ব্যবসা করে কিছু টাকা আয় করার জন্য আশায় বুক বেঁধেছিলেন।

কিন্তু সর্বনাশা করোনাভাইরাস তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। তিনিও ধারদেনা করে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। দর্শনার্থী না আসলে তিনি ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে উঠবেন। ট্রেন ও দোলনা ব্যবসায়ী আকবর আলী জানান, সরকারকে বাৎসরিক যে টাকা দিতে হয় সে টাকা বছরের শুরুতেই দেয়া হয়ে গেছে। এদিকে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস হয়ে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও করণা ভাইরাসের কারণে দর্শনার্থীদের পার্কে।

এখানে তার ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট রয়েছে। বসে বসেই নাইটগার্ড ও কর্মচারীদের বেতন দিতে হয় প্রতি মাসে।গত পহেলা বৈশাখে দর্শনার্থী ছিলনা ইকোপার্কে এই দেও হয়তোবা দর্শনার্থীদের ঘোরাফেরার জন্য অনুমোদন নেই। তাই আর্থিকভাবে প্রতি মাসে অনেক টাকা লোকসান যাচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইকোপার্কে দর্শনার্থীদের আসতে দেয়ার অনুমতি চেয়েছে ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা কিছুটা ক্ষতির মুখ থেকে উঠতে চেয়ে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছে। ইকোপার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি গাংনী উপজেলা

নির্বাহি অফিসার রহমান এর সাথে কথা বলতে চাইলে মোবাইল ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

মেপ্র/এম এফআর

ঈদে আনন্দ করুন ঘরে বসেই: প্রধানমন্ত্রী

বৈশ্বিক মহামারীর মধ্যে আসা এবারের ঈদ সবাইকে ঘরে থেকেই উদযাপন করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া স্বাস্থ্য সতর্কতায় কোনো ঢিলা না দিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি সবাইকে ‘ঈদ মুবারক’ জানান। বললেন, প্রাণঘাতী করোনা সারা বিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। তার উপর ঘূর্ণিঝড় আম্পানের তাণ্ডবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রোববার দেয়া এই ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করতে বলেছেন, সংকটে সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপও তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে এ বছর সব ধরনের গণ-জমায়েতের উপর বিধিনিষেধ আরোপের ফলে স্বাভাবিক সময়ের মতো এবার ঈদুল ফিতর উদযাপন করা সম্ভব হবে না।

‘ঈদগাহ ময়দানের পরিবর্তে মসজিদে মসজিদে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদের নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বছর আমরা সশরীরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে বা ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতে না পারলেও টেলিফোন বা ভার্চুয়াল মাধ্যমে আত্মীয় স্বজনের খোঁজখবর নেব।

সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা ঈদের আগে

স্বাস্থ্যবিধি এবং অন্যান্য নিয়মনকানুন মেনে কিছু কিছু দোকানপাট খুলে দেয়ার অনুমোদন দিয়েছি। যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন এবং যারা দোকানে কেনাকাটা করতে যাচ্ছেন, আপনারা অবশ্যই নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন। ভিড় এড়িয়ে চলবেন।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে। মনে রাখবেন আপনি সুরক্ষিত থাকলে আপনার পরিবার সুরক্ষিত থাকবে, প্রতিবেশী সুরক্ষিত থাকবে, দেশ সুরক্ষিত থাকবে।

মহামারীর মধ্যে ঈদ উদযাপনে ধনবানদের অন্যদের পাশের দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এই দুঃসময়ে আপনি আপনার দরিদ্র প্রতিবেশী, গ্রামবাসী বা এলাকাবাসীর কথা ভুলে যাবেন না। আপনার যেটুকু সামর্থ্য আছে, তাই নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান। তাহলেই ঈদের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে আপনার ঘর এবং হৃদয়-মন।

এসময় চিকিৎসক, নার্সসহ যে স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের সেবা করছেন, তাদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়া পুলিশ, বিজিবি, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ত্রাণসামগ্রী বিতরণসহ সরকারের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন, তাদেরও শুভেচ্ছা জানান তিনি। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়র এর নিউজ উদ্যোগে
অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ৬ নং ওয়ার্ড মণ্ডলপাড়ায় ঈদ সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা

ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩০০টি পরিবারের হাতে ঈদ সামগ্রী তুলে দেন।

এ নিয়ে মেহেরপুর পৌরসভার ১২ হাজার পরিবারের মাঝে পৌর মেয়রের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরন করছি। এবং করোনা ভাইরাস শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছি ।

তিনি আরও বলেন যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না। তিনি আরো বলেন কারো খাদ্যের প্রয়োজন হলে আমাকে সরাসরি জানাবেন। আমার পৌর এলাকাতে কেউ না খেয়ে থাকবে না।

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা রোগীর পলায়ন

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি গ্রামের করোনায় আক্রান্ত আল আমিন হোসেন (৩৫) পালিয়ে গেছে। প্রতিবেশি ও স্থানীয়দের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের কারনে সে রবিবার ভোরে তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরে তাকে পেয়ে সাহারবাটি এবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন,করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি বাড়ি থেকে চলে গেছে এমন সংবাদ পেয়ে তাদের পরিবারের মাধ্যমে যোগাযোগ করে তার সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তাকে সাহারবাটি এবাদত খানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা ভালো রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জানান,করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তা সহ খোঁজ খবর রাখা হচ্ছে।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, ইতো মধ্যে মোবাইল ফোনে আল আমিনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়া সহকারী কমিশনার ভুমির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষ গুলোকে সচেতন ও আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সাথে মানবিক আচরন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অমানবিক আচরন করলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর রাখার জন্য স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান পুলিশকে বলা হয়েছে।
তবে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবার ও স্বজনরা জানায়,প্রতিবেশি ও স্থানীয়দের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরনের কারনে অভিমান করে আল আমিন ভোরে বাড়ি থেকে চলে যায়। পরে তাকে পেয়ে প্রশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ ও পুলিশ আল আমিনের খোঁজ খবর রাখছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এর নিজ উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ।

মেহেরপুর পৌর মেয়র এর নিজ উদ্যোগে
অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন শহরের কালাচাঁদপুর এলাকায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মাঝে ঈদ সামগ্রী তুলে দেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ২০০ টি পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ঈদ সামগ্রী বিতরণকালে পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক

মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরন করছি। করোনা ভাইরাস শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছি । তিনি আরও বলেন যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ঈদ সামগ্রী বিতরণে সহযোগিতা করেন প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন,৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাকিল রাব্বী ইভানসহ যুবলীগ নেতাকর্মী।
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের গাংনীতে আরো দু’জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরের গাংনীতে নতুন করে দুজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জেলা সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন।

আক্রান্তরা হলেন গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের দুলাল হোসেন
(৩০) ও সাহারবাটি গ্রামের আল আমিন (৩৫)।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান,আক্রান্ত দুজনের বিষয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল পিসিআর ল্যাব থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। আক্রান্তদের নিজ নিজ বাড়িতে আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে। এছাড়া আক্রান্তদের বাড়ি সহ পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন করার প্রক্রিয়া চলছে।

২৪ ঘণ্টায় আরো ২০ মৃত্যু, শনাক্ত ১৮৭৩

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণে আরো ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার ৮৭৩ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪৫২ জনের। আর সব মিলিয়ে শনাক্ত হয়েছেন ৩২ হাজার ৭৮ জন।

আজ শনিবার (২৩ মে) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বুলেটিন প্রকাশে অংশ নেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ডা. নাসিমা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা সংক্রমণে দেশে আরো ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এঁরা ১৬ জন পুরুষ এবং চারজন নারী। এঁদের বয়স ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে দুইজন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে তিনজন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে তিনজন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে আটজন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে তিনজন এবং ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে একজন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪৫২ জনের।

জানানো হয়, নতুন যে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা ঢাকা বিভাগের চারজন, চট্টগ্রাম বিভাগের আটজন, রংপুর বিভাগের দুইজন, ময়মনসিংহ বিভাগের দুইজন, রাজশাহী বিভাগের দুইজন, সিলেট বিভাগে একজন এবং খুলনা বিভাগে একজন। এঁদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ১৫ জন, বাসায় মারা গেছেন চারজন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিলেন একজন।

এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৯৬ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ছয় হাজার ৪৮৬ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৯ হাজার ৯৭৭টি। পূর্বের নমুনাসহ এই সময়ে মোট পরীক্ষা করা হয়েছে ১০ হাজার ৮৩৪টি। এর মধ্যে করোনা রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে এক হাজার ৮৭৩ জনকে। এ নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন ৩২ হাজার ৭৮ জন। আর এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে দুই লাখ ৩৪ হাজার ৬৭৫টি।

আইসোলেশন প্রসঙ্গে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে আরো ২৮৬ জনকে। একইসময় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ৪১ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন চার হাজার ৩০৫ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ৬৯ জন।

বুলেটিনে জানানো হয়, ঢাকাসহ সারা দেশে মোট আইসোলেশন সংখ্যা ১৩ হাজার ২৮৪টি। এ ছাড়া ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৫০০টি ও ময়মনসিংহ নার্সিং ডরমিটরিতে আরো ২০০টি আইসোলেশন শয্যা প্রস্তুতির কাজ চলছে। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে সাত হাজার ২৫০টি এবং ঢাকা সিটির বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে আইসোলেশন শয্যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার ৩৪টিতে।

কোয়ারেন্টিন প্রসঙ্গেও তথ্য দেওয়া হয় বুলেটিনে। বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে এসেছেন দুই হাজার ৩২২ জন। একইসময় কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই হাজার ৮৮ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনে গেছেন মোট দুই লাখ ৬০ হাজার ৪১৬ জন। আর এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছেন দুই লাখ পাঁচ হাজার ২৫৯ জন। ছাড়ের পর বর্তমানে হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন ৫৫ হাজার ১৫৭ জন।

সারা দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ৬২৬টি প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ৩১ হাজার ৮৪০ জনকে সেবা প্রদান যায় বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

বুলেটিনে আরো জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বাতায়ন এবং আইইডিসিআর’র হটলাইনে কল এসেছে দুই লাখ ১৭ হাজার ২৮৩টি। এসব কলে সবাইকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে এ পর্যন্ত হটলাইনে ৭২ লাখ ৮৪ হাজার ৯৯৫ জনকে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়েছে আরো ২১ জন। এ নিয়ে এখন মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা দাঁড়াল ১৬ হাজার ১৪৪ জনে। এ ছাড়া ২৪ ঘণ্টায় স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়েছে তিনজন। এ নিয়ে বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে হটলাইনে চার হাজার ২১৫ জন চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন বলে জানানো হয় বুলেটিনে।

এর আগে বুলেটিনের শুরুতে ডা. নাসিমা সুলতানা ধন্যবাদ জানান দেশের চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের বৃহত্তম সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ও

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘প্লাটফর্ম অব মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল সোসাইটি’কে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সহযোগী সংগঠন সমূহের সঙ্গে বিভিন্ন অনলাইন ও অফলাইন কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে কভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাওয়ার জন্য সংগঠনটিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। সূত্র-কালের কণ্ঠ

করোনা: রেকর্ড শনাক্তের দিনে মৃত্যু ২০ জনের

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ৮৭৩ জন কোভিড রোগী শনাক্ত হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ২০ জনের।

এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৩২ হাজার ০৭৮ জন। আর মারা গেলেন ৪৫২ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৮৩৪ নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৮৭৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মারা গেছেন ২০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৯৬ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৪৭৬ জন।

এর আগে শুক্রবার ১৬৯৪ জন রোগী শনাক্তের তথ্য দিয়েছিল স্বাস্থ্য বিভাগ। সেদিন ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটিট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

ভারতে বেতন না পেয়ে পরিবারসহ কুয়োয় ঝাঁপ, ৯ লাশ উদ্ধার

ভারতের তেলেঙ্গানায় কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে একই পরিবারের ছয়জনসহ ৯ জন আত্মহত্যা করেছেন।

গত বৃহস্পতিবারই হায়দরাবাদের উপকণ্ঠে গোরেকুন্টা গ্রামের একটি কুয়োটি থেকে চারজনের লাশ উদ্ধার হয়। পরদিন শুক্রবার মেলে আরও পাঁচ জনের মরদেহ।

পুলিশের ধারণা, লকডাউনে বেতন না পেয়ে অভাবের তাড়নায় তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, লকডাউনে দুমাস বেতন না-পাওয়া শ্রমিক ও তাদের পরিবার মিলিয়ে ৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে তেলঙ্গানার গ্রামে এক কুয়ো থেকে।

নিহতদেরমধ্যে ৬ জন পশ্চিমবঙ্গের এবং একই পরিবারের। দুজন বিহারের ও একজন ত্রিপুরার।

পুলিশের ধারণা, এটা গণআত্মহত্যা। শ্রমিকরা ঘরে ফিরতে পারছিলেন না। দুমাস ধরে জুটমিল ও অন্য কারখানা থেকে বেতন পাননি তারা।

পুলিশ জানায়, মৃত শ্রমিকদের কারো শরীরে আঘাতের চিহ্নও নেই। ফলে হত্যার ঘটনা হওয়ার সম্ভবনা কম বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘরে ফিরতে না-পারা, আশ্রয় হারানো এবং চরম আর্থিক সঙ্কট নিয়ে সবারই অবস্থা ছিল কোণঠাসা।

খবরে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের মকসুদ আলম ২০ বছর আগে গোরেকন্টার এক জুট মিলে কাজ পান। কারখানা লাগোয়ো দুটি ঘরে সপরিবার থাকতেন তিনি। লকডাউনে বেতন বন্ধ হয়। হারান আশ্রয়ও।

স্থানীয় এক দোকানদার নিজের গুদামে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের। তারই কাছে এই কুয়োটি থেকে মিলেছে মকসুদ, তার স্ত্রী নিশা, দুই ছেলে সোহেল ও শাবাদ, মেয়ে বুশরা খাতুন এবং তিন বছরের নাতি শাকিলের লাশ।

ত্রিপুরার বাসিন্দা শাকিল আহমেদ জুট মিলের গাড়ি চালাতেন। এ ছাড়া বিহারের শ্রীরাম ও শ্যাম অন্য একটি কারখানায় কাজ করতেন।

তবে তারা সবাই একই কুয়োয় কীভাবে মারা গেলেন পুলিশ তা তদন্ত করছে। সূত্র-যুগান্তর